17

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... JUL. 8 1999
পৃষ্ঠা 7 কলাম ৬

মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ে সংসদে বিতর্ক

(সংসদ বার্তা পরিবেশক)

জাতীয় সংসদে গতকাল বুধবার বেসরকারি সদস্যদের সিদ্ধান্ত প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার সময়ও 'মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ' প্রসঙ্গে বিতর্ক হয়। শিক্ষামন্ত্রী বিএনপি দলীয় সদস্যদের অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, একটি মাদ্রাসাও বন্ধ করা হয়নি। বিএনপি সারাদেশে সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি এবং মানুষকে বিভ্রান্ত করতে এই অপপ্রচার করছে। তিনি বলেন, বিএনপি আমলের চেয়ে বর্তমানে মাদ্রাসা শিক্ষা খাতে অধিক অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

গতকালও ছিল বেসরকারি সদস্য দিবস। দিনের কার্যসূচি অনুযায়ী ৩টি সিদ্ধান্ত প্রস্তাব উত্থাপিত এবং ২টি নিয়ে আলোচনার পর তা কণ্ঠভোটে প্রত্যাখ্যাত

সংসদ ঃ পৃঃ ৭ কঃ ১

সংসদ ঃ বিতর্ক

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হয়।

বিএনপি দলীয় সদস্য গৌতম চক্রবর্তীর দশম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে পাঠ্য পুস্তক সরবরাহের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনাকালে তিনি মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের ষড়যন্ত্রের অভিযোগ করেন। প্রস্তাবটির ওপর সংশোধনী এনে আরো বক্তব্য রাখেন বিএনপি দলীয় সদস্য শামসুল আলম প্রামাণিক, জাফরুল ইসলাম চৌধুরী, শহীদুল ইসলাম (ঝিনাইদহ) ও অধ্যাপক শহীদুল ইসলাম (কুষ্টিয়া)।

তাদের বক্তব্যের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। এ সময় বিএনপি দলীয় সদস্যরাও বিরক্তি প্রকাশ করে হইচই করেন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বর্তমানে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত মাদ্রাসার সংখ্যা ৬ হাজার ৮৪৭টি। এর মধ্যে এমপিওভুক্ত মাদ্রাসার সংখ্যা ৬ হাজার ১৩২টি। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন ১ লাখ ১২ হাজার ৪৯৭ জন। এখাতে চলতি অর্থবছরে সরকারের ব্যয় হবে ৩২৯ কোটি টাকা, যা বিএনপি আমলের শেষ বছরের চেয়ে ২৫ কোটি টাকা বেশি। বিএনপি আমলের শেষ বছর অর্থাৎ '৯৫-৯৬ অর্থবছরে ব্যয় হয় ৩০৪ কোটি টাকা।

তিনি বলেন, বর্তমান সরকার মাদ্রাসা শিক্ষা উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এজন্য ১৯৯ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি এবং ৩১ কোটি টাকা ব্যয়ে আরো ২টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে আরো একটি প্রকল্প চালু আছে। এছাড়াও বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য মাদ্রাসাগুলোতে বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ৬ হাজার ১৩২টি মাদ্রাসার মধ্যে ১২৬টির রেজিস্ট্রেশন সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়েছে। কারণ সেখানে ছাত্রছাত্রী নেই, ৫০ হাজার টাকার তহবিল ও লাইব্রেরিতে বইপত্র নেই। এসব মাদ্রাসার স্বীকৃতির মেয়াদও অনেক আগে শেষ হয়েছে।

তিনি বলেন, সাময়িকভাবে কিছু শ্রেণী স্থগিত করা এসব মাদ্রাসার সংখ্যা একশ'ভাগের এক ভাগেরও কম। এর সাথে জড়িত মাত্র ১ হাজার ৪৭ জন শিক্ষক-কর্মচারী। তার মধ্যে ৪৫টির আদেশ জারি হয়েছে এবং বাকিগুলোর আদেশ এখনো জারি হয়নি। এসব মাদ্রাসার অনুদান বন্ধ হয়েছে, মাদ্রাসা বন্ধ করা হয়নি।

শিক্ষামন্ত্রী জানান, আজকেও (বুধবার) বিএনপির একজন উচ্চপর্যায়ের নেতা একটি মাদ্রাসার বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করেছেন। ওই অভিযোগে মাদ্রাসার প্রিন্সিপালের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, জালিয়াতি ও মাদ্রাসা নীতিমালা লংঘনের অভিযোগ করে তদন্তের দাবি করেছেন। যেসব মাদ্রাসার অনুদান সাময়িক বন্ধ হয়েছে সেগুলোও দুর্নীতি, জালিয়াতির জন্যই করা হয়েছে। একই কারণে প্রায় একশ' হাইস্কুল, জুনিয়র হাইস্কুল ও প্রাথমিক স্কুলের অনুদানও বন্ধ করা হয়েছে।

তিনি বলেন, যারা মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের কথা বলছেন, তারা মূলত দুর্নীতির পক্ষে কথা বলছেন। তারা মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি, সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টির জন্যই বলছেন।

বিএনপির গৌতম চক্রবর্তী তার ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানার অভিযোগ করেন শিক্ষামন্ত্রীর বিরুদ্ধে। শিক্ষামন্ত্রী তার অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, বরং গৌতম চক্রবর্তীই তার ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করেছেন।

এছাড়াও বিএনপির অধ্যাপক শহীদুল ইসলামের ভেড়ামারা কলেজকে সরকারিকরণ করার প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হয়। এতে সংশোধনী এনে বিএনপির আরো ৫ জন সদস্য বক্তব্য রাখেন।

শিক্ষামন্ত্রী এর ওপর বক্তব্য দিতে গিয়ে বলেন, বর্তমানে সরকারিকরণ বন্ধ আছে। ভবিষ্যতে করা হলে সুনির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে হবে। তিনি বলেন, সরকারিকরণ করলেই শিক্ষার উন্নতি হয় না। বরং বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই লেখাপড়া ভাল হয়।

আলোচনাশেষে সিদ্ধান্ত প্রস্তাব ২টি ও সংশোধনীগুলো কণ্ঠভোটে প্রত্যাখ্যাত হয়।

সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের ওপর আলোচনা করতে গিয়ে বিএনপি দলীয় সদস্যরা আজ বৃহস্পতিবার সারাদেশে হরতাল পালনেরও আহ্বান জানান।

ডেপুটি স্পিকার আবদুল হামিদ অধিবেশন আজকের হরতালের মধ্যেও সকাল সাড়ে ৯টা পর্যন্ত মুলতবি করায় বিএনপি দলীয় সদস্যরা প্রতিবাদ, হইচই করেন।